

আমার বাংলা বই



পঞ্চম
শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শ্রেণি: পঞ্চম

বিষয়: বাংলা

শিক্ষার্থীর নাম:

রোল নম্বর:

তারিখ:

নির্দেশনা: “শখের মৃৎশিল্প” বর্ণনামূলক রচনাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

শখ টেপা পুতুল নকশা শালবন বিহার টেরাকোটা মৃৎশিল্প শখের হাঁড়ি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শখ নকশা মৃৎশিল্প টেপা পুতুল

ক. এই যে দেখছ, এসবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি।

খ. মাটির পুতুল জমানো আমার একটি

গ. মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে বলে।

০/০

ঘ. আমরা মেলা থেকে অনেক কিনলাম।

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?

- | | |
|----------------------|------------------|
| ১. ষোলই ডিসেম্বর | ২. পহেলা বৈশাখ |
| ৩. একুশে ফেব্রুয়ারি | ৪. পহেলা ফাল্গুন |

খ. মামা কোথায় পড়েন?

১. ঢাকা কলেজে
২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
৩. ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে
৪. চট্টগ্রামের চারুকলা ইনস্টিটিউটে

গ. মৃৎশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন উপাদান হচ্ছে –

- | | |
|---------|---------|
| ১. বাঁশ | ২. কাঠ |
| ৩. পানি | ৪. মাটি |

ঘ. আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে –

- | | |
|--------------|--------------|
| ১. চারুশিল্প | ২. মৃৎশিল্প |
| ৩. কারুশিল্প | ৪. দারুশিল্প |

ঙ. কুমার সম্প্রদায় কিসের কাজ করে –

- | | |
|--------------------|--------------|
| ১. বাঁশের কাজ | ২. কাঠের কাজ |
| ৩. পাকা বাড়ির কাজ | ৪. মাটির কাজ |

চ. গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন –

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| ১. আম ও লাউ পাতা থেকে | ২. শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে |
| ৩. সরিষা ফুল থেকে | ৪. পান ও চুন থেকে |

ছ. পোড়া মাটির ফলকের অন্য নাম –

- | | |
|----------------|-------------|
| ১. টেপা পুতুল | ২. টেরাকোটা |
| ৩. শখের হাঁড়ি | ৪. মৃৎশিল্প |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি?
- খ. বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি?
- গ. শখের হাঁড়ি কী রকম?
- ঘ. বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়?
- ঙ. মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী?
- চ. কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।
- ছ. টেরাকোটা কী?
- জ. বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়?
- ঝ. মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়?
- ঞ. মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি-প্রচলিত এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়?

৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস, যেমন-কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী! মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বংশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছেন।

- ক. শিল্পকলা বলতে কী বোঝ?
- খ. শিল্পের কাজের জন্য কী কী প্রয়োজন?
- গ. কেন কুমারদের কাছে এসব কাজ সহজ?

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে যা বুঝি তা লিখি।

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. মৃৎশিল্প | গ. টেরাকোটা |
| খ. শখের হাঁড়ি | ঘ. টেপা পুতুল |

৭. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

কম্বজির মন্দির ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা রামনাথ রায় দিনাজপুরের কম্বজির মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের গায়ে স্থাপিত অগুর্ভ সুন্দর টেরাকোটা বাংলার মাটির শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন।



পাহাড়পুর নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সত্যতার নিদর্শন সোমপুর বিহার। এই সোমপুর বিহারের আশ-পাশের বড় বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গেছে অনেক সুন্দর টেরাকোটা। এগুলো অষ্টম শতকের অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় বারো শ বছর আগের তৈরি।



শালবন বিহার কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সত্যতার নিদর্শন। অষ্টম শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রাচীন সত্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।



মহাস্থানগড় কগুড়া শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড়। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বে দ্বিতীয় থেকে পরবর্তী পনেরো শতকে বাংলার এ প্রাচীন নগর গড়ে ওঠে। মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির ফলক,পাত্র, অলংকার ও মূর্তি।



৮. কর্ণ-অনুশীলন।

আমার দেখা কুমারপাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিই।

অথবা

আমার দেখা কোনো হস্তশিল্প বা হাতের কাজ সম্পর্কে লিখি।

নিশিরাত কিচির মিচির ফেরিঅলা শব্দদূষণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফেরিঅলা নিশিরাত শব্দদূষণ কিচির মিচির

ক. চাঁচামেচি করো না, সবাই ঘুমুচ্ছে।

খ. ভোর বেলাতেই পাখির শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙে।

গ. হাঁক দিচ্ছে-থালাবাসন চাই?

ঘ. আমাদের শোনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে?

খ. শহরে কী কারণে শব্দদূষণ হয়?

গ. কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে? কেন?

ঘ. গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন?

৪. শহুরে জীবনের সাথে গ্রামের জীবনের তুলনা করি ও লিখি।

বিষয়বস্তু	শহুরে জীবন	গ্রামের জীবন
পরিবেশ		
শব্দ		
রাস্তাঘাট		
জীবনযাত্রা		
হাটবাজার		

শ্রেণিঃ পঞ্চম

বিষয়ঃ বাংলা

শিক্ষার্থীর নামঃ

রোল নম্বরঃ

তারিখঃ

নির্দেশনাঃ “স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন” কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অক্লান্ত অবধারিত আত্মদানকারী নির্বিচারে বরণ্য পাক্ত মনষী বশষী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অক্লান্ত অবধারিত আত্মদানকারী বরণ্য নির্বিচারে বশষী পাক্ত মনষী

ক. তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয়

খ. দেশের ভিতরে জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন

এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

গ. পাকিস্তানিরা একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও
মানুষদের।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদরা মহান হিসাবে চিরস্মরণীয়।

ঙ. পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে নিদ্রিত মানুষকে।

চ. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক।

ছ. কিছু লোকজন যোগ দেয় ওইসব বাহিনীতে।

জ. রাজাকার বাহিনী এদেশের অনেক চিন্তাবিদদের হত্যা করে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

খ. রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলি ও লিখি।

গ. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি
জানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।

ঘ. শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

ঙ. রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?

চ. দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে
লিখি।

ছ. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

জ. কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

ঝ. আমরা কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারি?

৪. বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বরণ করার যোগ্য

মেধাবী

মেধা আছে এমন যে জন

নিরহংকার

অহংকার নেই যার

বরণ্য

বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা

অপূরণীয়

কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন

নির্বিচার

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

১. ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ

২. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ

৩. ১৯৭১ সালের ঊনত্রিশে মার্চ

৪. ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ

খ. প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয়—

১. 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে

২. 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে

৩. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে

৪. 'বিজয় দিবস' হিসেবে

গ. দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় —

১. মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩. ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে

৪. সংবাদপত্র অফিসে

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঘুমন্ত	জাগ্রত	স্বাধীন	পরাজিত	সাধু	অসাধু	লোভী	নির্লোভ	সরল	গরল
--------	--------	---------	--------	------	-------	------	---------	-----	-----

ক. অবস্থায় সংবাদ অফিসে শহিদ হন শহিদ সাবের।

খ. দেশ হবার পরে অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়।

গ. এদেশের কৃষক জীবনযাপন করে।

ঘ. বাংলাদেশে অনেক সন্ন্যাসী বাস করে।

ঙ. আলবদর বাহিনীর লোকেরা ছিল অসাধু ও

৭. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী' সম্মর্কে আমার অনুভূতি লিখি।

শ্রেণিঃ পঞ্চম

বিষয়ঃ বাংলা

শিক্ষার্থীর নামঃ

রোল নম্বরঃ

তারিখঃ

নির্দেশনাঃ “স্বদেশ” কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কড়ি টুকটুক শিল্পী পাখপাখালি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

টুকটুকে শিল্পী পাখপাখালির কড়ি

ক. এদেশে আগে এখনকার মতো টাকাপয়সা ছিল না। লোকে কেনা-বেচা করত দিয়ে।

খ. মেলা থেকে বোনের জন্য একটা জামা কিনে আনব।

গ. জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন বড় মাপের চিত্র

ঘ. বাংলাদেশের গাছে গাছে শোনা যায় কলকাকলি।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?

খ. কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?

গ. স্বদেশ কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?

ঘ. ‘সব মিলে এক ছবি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।



বাংলাদেশ চির সবুজের দেশ। সোনালি আঁশের দেশ। শস্য-শ্যামল বাংলাদেশের মাঠে মাঠে নানা ফসলের খেত। গাছে গাছে পাখি। ঐক্যেবঁকে চলেছে অসংখ্য নদী। এর এক দিকে পাহাড় আর অন্য দিকে সাগর। সবকিছুতেই প্রকৃতির এক অপূরণ হোঁয়া। শিল্পী রং-ভুলি দিয়ে এ প্রকৃতিরই ছবি আঁকেন। কখনো কখনো তা বিক্রি হয়। অনেকে কিনে নেন। কিন্তু শান্ত-শ্যামল প্রকৃতির এই মন ছুড়ানো ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।

খ. মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই বেন এর শেষ।



সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। মাঠে মাঠে ফসলের খেত। বাতাস বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে। মনে হয়, নদীর ঢেউ মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অব্যাহত খোলা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রাম, আবার মাঠ। গ্রাম মাঠের সাথে মিশে যায়। মনে হয় সবকিছু মাঠের উপাদান। মাঠের পর মাঠ চলে গেছে, কোথাও শেষ হচ্ছে না।

গ. এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,



নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্র সব মিলে এদেশ ছবির মতো। এদেশের প্রতিটি ঋতু বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের দেশ এটা। প্রকৃতি মাঝে মাঝে রং বদলায়। যেমন ছবিতে নানান রং ব্যবহার করা হয়। এদেশের মানুষজনও নানারকমের বেশভূষা পয়েন। সব মিলিয়ে সুন্দর এদেশ।



৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ১. জেলেদের জাল | ২. গাছের গুঁড়ি |
| ৩. খড়ের গাদা | ৪. নৌকা |

খ. ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে ?

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| ১. খেলাধুলা করে | ২. মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে |
| ৩. পড়াশোনা করে | ৪. বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে |

গ. 'স্বদেশ' কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ১. রং-তুলি দিয়ে | ২. পেনসিল দিয়ে |
| ৩. নিজের মনের মধ্যে | ৪. মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে |

ঘ. 'স্বদেশ' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?

১. বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি
২. নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি
৩. বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি
৪. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

ঙ. 'এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক'- কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে?

১. ছেলেটির মুখের রং
২. ছেলেটির মুখের গড়ন
৩. ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি
৪. ছেলেটির মুখের কথা

৭. শূন্যস্থান পূরণ করি।

‘ এই যে ছবি

.....মতো দেশ,

..... দেশের মানুষ

নানা রকম বেশ,

বাড়ি বাগান

সব মিলে এক.....

নেই নেইতবুও

আঁকতে পারি সবই।’

৮. ডান দিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. একলা বসে আপন মনে বসে । পুকুর পাড়ে/গাছের তলে/নদীর ধারে

খ. এমনি পাওয়া এই ছবিটি নয় কেনা । টাকায়/কড়িতে/ সোনায়ে

গ. এক পাশে তার জারুল গাছে দুটি । হলুদ পাখি/জারুল ফুল /শালিক পাখি

৯. কর্ম-অনুশীলন।

নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

আমাদের দেশের নাম, দেশের সীমারেখা ও আয়তন, রাজধানী, বিভাগীয় শহর, প্রধান প্রধান নদনদী, জনসংখ্যা ও ভাষা, জাতীয় প্রতীকসমূহ (ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাখি), প্রকৃতি ও পরিবেশ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আফেপৃষ্ঠে গর্দান গর্জে ওঠা স্বাদ বিস্বাদ পুঁটলি ফুরমাস ঘোর ফুরসত
টনটন চিনচিন মায়াবতী কাঁকন রক্ষী রাজপ্রাসাদ পরস্পর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরস্পরের বিস্বাদ আফেপৃষ্ঠে পুঁটলিটি ফুরসত টনটন

ক. তার হাতের রান্না এমন যে মুখেই তোলা যায় না।

খ. বৃন্দ লোকটি তার সযত্নে একপাশে রেখে দিল।

গ. লোকটির কাজের চাপ এত বেশি যে দম ফেলার নেই।

ঘ. তার সমস্ত শরীর ব্যথায় করছে।

ঙ. তারা দুজন বন্ধু।

চ. গ্রামের মায়া ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. রাজপুত্র কোথায় বসে রাখাল বন্ধুর বাঁশি শুনত?
খ. রাজপুত্র রাখাল বন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?
গ. রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?
ঘ. তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ।
ঙ. অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?
চ. তুমি কী মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেল?
ছ. কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?
জ. রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?
ঝ. কাঞ্চনমালা এবং কাঁকনমালার চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।
ঞ. গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? বর্ণনা দাও।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কান্না	হাসি	চেনা	অচেনা	ভালো	মন্দ	বড়	ছোট	আলো	অন্ধকার
--------	------	------	-------	------	------	-----	-----	-----	---------

- ক. সন্তানের মৃত্যুতে তিনি ধরে রাখতে পারলেন না।
খ. লোকটির ফাঁদে পা দিয়ে সে তার সবকিছু হারিয়েছে।
গ. রাসেল বয়সে হলেও সংসারের অনেক কাজে মাকে সাহায্য করে।
ঘ. লোকটিকে আমি কোথায় যেন দেখেছি, খুব মনে হচ্ছে।
ঙ. বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় চারদিকে নেমে এলো।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

নিঝুম সুখ রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা টনটন ময়ূর পদ্মলতা চিনচিন ঝলমল বাঁশি রাজ্য

৬. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

- ব্যথায় টনটন করা – খুব ব্যথা করা। সুচর্বিধা রাজার শরীর দিনরাত ব্যথায় টনটন করত।
খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠা – মন আনন্দে ভরে ওঠা। রাখাল বন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠত।

৭. গল্পে 'টনটন', 'থমথম' এ রকম শব্দ আছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দের ব্যবহার লিখি (এখানে একটি দেখানো হলো)।

ভনভন – চারদিকে মাছি ভনভন করছে।

টনটন –

থৈথৈ –

রইরই –

কনকন –

ঝনঝন –

৮. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

সুখ দুঃখ মা-বাবার মনে কখনো দুঃখ দেয়া উচিত নয়।
.....

মায়া
.....

স্বাদ
.....

কষ্ট
.....

নকল
.....

রানি
.....

রাজপুত্র
.....

অসুন্দর
.....

খুশি
.....

৯. যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে পড়ি ও লিখি।

ক্ষ – ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ক্খ – পরিপক্ক, ক্খচিৎ

গ্গ – গ্গড়ার, পাষন্ড

গ্গ – ঘণ্টা, কণ্টক

শ্রেণিঃ পঞ্চম

শিক্ষার্থীর নামঃ

রোল নম্বরঃ

তারিখঃ

নির্দেশনাঃ “অবাক জলপান” নাটকটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গেরস্ত বরকন্দাজ তেষ্টা খাটিয়া এক্সপেরিমেন্ট বুদ্ধমূর্তি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গেরস্ত

বরকন্দাজ

এক্সপেরিমেন্ট

তেষ্টায়

বুদ্ধমূর্তি

খাটিয়ার

ক. বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা ঐটে সব ঘুম দিচ্ছে।

খ. বরকে কি আপনি বলেন?

গ. একটা লোক জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না।

ঘ. পথিক ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ওপর বসে পড়ল।

ঙ. নোংরা জলের ভিতর কী আছে তা করে বলা যাবে।

চ. লোকটিকে দেখলেই ভয় লাগে।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. 'বোবা জল' বলতে কী বোঝায়?
খ. 'জলাতঙ্ক' কাকে বলে?
গ. জলের তেফটায় পথিকের মন ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মনে কর এই পথিকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। তোমাদের দু'জনের কথোপকথন কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখ।
ঙ. পথিককে বুড়িওয়ালার কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল? নামগুলো লেখ।
চ. তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ইচ্ছেমতো একটি নাটিকা লেখ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

- ক. অবাক জলপান কোন ধরনের রচনা?
১. নাটিকা
২. ছোটগল্প
৩. প্রবন্ধ
৪. উপন্যাস
- খ. পথিক বুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল?
১. কাঁচা আম
২. জল
৩. জলপাই
৪. পাকা আম
- গ. কুকুরে কামড়ালে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল?
১. ডিপথেরিয়া
২. আমাশয়
৩. জলাতঙ্ক
৪. টাইফয়েড
- ঘ. পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল?
১. ৪ জন
২. ৩ জন
৩. ২ জন
৪. ৫ জন
- ঙ. বৃন্দ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল?
১. পঁচিশ
২. ত্রিশ
৩. দশ
৪. সাতাশ

স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক বিতরণ ও ব্যবহার করতে হবে

চ. পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল?

- | | |
|----------------|----------|
| ১. বালক | ২. মামা |
| ৩. বুড়িওয়ালা | ৪. বৃন্দ |

ছ. নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে?

- | | |
|----------------|----------|
| ১. বুড়িওয়ালা | ২. বৃন্দ |
| ৩. বালক | ৪. মামা |

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে সে কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিঁড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ যেন তাদের কষ্ট না দেয়- সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দোলাই কিরণ ধরা তারারা ফোটে স্নেহ-কণা রূপকথা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দোলায় কিরণ ধরার তারারা স্নেহ-কণা রূপকথার ফোটে

ক. ছোট ছোট ফুল হাওয়াতে মাথা।

খ. সকালে সূর্যের ততটা তীব্র হয় না।

গ. বৃকের স্নেহ-কণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

ঘ. আঁধার আকাশে মিটিমিটি করে চায়।

ঙ. ফুল গাছে ফুল।

চ. বই পড়তে অনেক ভালো লাগে।

ছ. মা দিয়ে আমাদের ভরে রাখেন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

খ. ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

গ. ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

ঘ. ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

৫. কবিতার অংশটি ব্যাখ্যা করি।

মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি—
শুনি আর দুটি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

ফুলের নাম:

ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা:

কোথায় হয়:

ব্যবহার:

কেন প্রিয় ফুল:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

শ্রেণিঃ পঞ্চম

বিষয়ঃ বাংলা

শিক্ষার্থীর নামঃ

রোল নম্বরঃ

তারিখঃ

নির্দেশনাঃ “মাটির নিচে যে শহর” রচনাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপত্যকা জনপদ প্রাচীনতম অভিভূত নিদর্শন খ্রিষ্টপূর্ব
ঐতিহাসিক

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঐতিহাসিক উপত্যকা অভিভূত নিদর্শন প্রাচীনতম

ক. পাহাড়পুর আমাদের দেশে অতি একটি বিহার।

খ. ক্রমে ক্রমে অনেক আশ্চর্য পাওয়া যাচ্ছে উয়ারী-বটেশ্বরে।

গ. উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের নিদর্শন।

ঘ. পাহাড় ও পর্বতের মাঝে সমতল ভূমিকে বলে।

ঙ. আমি জাদুঘর দেখে হয়ে গেলাম।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে যা
জান লেখ।

খ. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

গ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির
প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

ঘ. ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

ঙ. কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

চ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

৪. বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

ছাপাজ্জিত-ছাপ হলো দাগ বা চিহ্ন দেওয়া। কোনো কিছুর ওপর ছাপ দিয়ে অঙ্কন করা।
বাংলাদেশের মুদ্রার ওপর শাপলা ফুল ছাপাজ্জিত আছে।
এখানে দুটি শব্দ, ছাপ + অঙ্জিত মিলে হয়েছে ছাপাজ্জিত। এই রকম দুই শব্দের মিলন হলে তাকে বলে সন্ধি। যেমন, নীল + আকাশ= নীলাকাশ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে কে জমা দেন?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ১. হাসিবুল্লাহ পাঠান | ২. হাফিজুল্লাহ পাঠান |
| ৩. হাবিবুল্লাহ পাঠান | ৪. শরিফুল্লাহ পাঠান |

খ. একটি বৌদ্ধবিহারের সম্প্রদান পাওয়া গেছে-

- | | |
|--------------|----------------|
| ১. ভাষানটেকে | ২. জানখাঁরটেকে |
| ৩. টেকেরহাটে | ৪. টঞ্জীরটেকে |

গ. কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?

- | | |
|---------------|----------------|
| ১. বুড়িগঙ্গা | ২. ব্রহ্মপুত্র |
| ৩. শীতলক্ষ্যা | ৪. মেঘনা |

ঘ. ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে গেছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?

- | | |
|--------------|-------------|
| ১. মধুপুর | ২. ময়নামতি |
| ৩. পাহাড়পুর | ৪. নরসিংদী |

ঙ. এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?

- | | |
|-------------|-------------|
| ১. রূপাগড়া | ২. মনগড়া |
| ৩. সোনাগড়া | ৪. সোনাঝুরি |

৬. কর্ম-অনুশীলন।

বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে রচনা লিখি।

স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক বিতরণ ও ব্যবহার করতে হবে



পরিন্দা ভালো নয়



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য